

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

128423 - ফকিহবদি আলমেগণ আশুরার দনি রোযা রাখার সাথে ১১ তারিখেও রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলনে কেনে?

প্রশ্ন

আমি আশুরা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস পড়ছি। আমি কোন হাদিসে পাইনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করার জন্য ১১ তারিখ রোযা রাখার কথা বলছেন। তিনি শুধু বলছেন: "আমি যদি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোযা রাখব" ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করণার্থে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গকেও ১১ তারিখ রোযা রাখার দকি-নরিদশেনা দেননি। অতএব, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করনেন কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ করনেন সিটো কি বিদিত হবে না? যে ব্যক্তি ৯ তারিখে রোযা রাখতে পারেনি সে কি শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুহররম মাসেরে ১১ তারিখে রোযা রাখাকে আলমেগণ মুস্তাহাব বলনে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দনি রোযা রাখার নরিদশে এসছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা আশুরার দনি (১০ তারিখে) রোযা রাখ। এক্ষতেরে তোমরা ইহুদীদের সাথে পার্থক্য কর এবং আশুরার আগে একদনি বা পরে একদনি রোযা রাখ।"[মুসনাদে আহমাদ (২১৫৫)]

আলমেগণ এ হাদিসেরে শুদ্ধতা নিয়ে মতভদে করছেন। শাইখ আহমাদ শাকরে হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন। আর মুসনাদ গ্রন্থেরে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) বলছেন।

এ হাদিসটি ইবনে খুযাইমাও এই ভাষায় বর্ণনা করছেন। আলবানী বলেন: "ইবনে আব্বাস নামক বর্ণনাকারীর মুখস্তশক্তরি দুর্বলতার কারণে হাদিসটির সনদ 'যয়ীফ'। বর্ণনাকারী 'আতা' তার সাথে মতভদে করছেন এবং তিনি হাদিসটিকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি (মাওকুফ) হিসেবে বর্ণনা করছেন। তাহাবী ও বাইহাকী কর্তৃক সংকলতি সে সনদটি সহহি।[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি এ হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ে হয় তাহলে তা ভাল। আর যদি হাদিসটি 'যয়ীফ' হয় তাহলে এমন ক্ষেত্রে আলমেগণ সহনশীলতা অবলম্বন করেন। কেননা হাদিসটির দুর্বলতা যৎসামান্য। যহেতে হাদিসটি মিথ্যা বা বানোয়াট নয়। এবং যহেতে হাদিসটি ফায়ালে আমল এর ক্ষেত্রে। বিশেষতঃ যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুহররম মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে উৎসাহমূলক বর্ণনা এসছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহররম মাসে রোযা।"[সহি মুসলিম (১১৬৩)]

ইমাম বাইহাকী এ হাদিসটি পূর্ববক্ত ভাষায় তাঁর 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে বর্ণনা করছেন। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হচ্ছে- "আগে একদনি ও পরে একদনি রোযা রাখ"। অর্থাৎ সবে বর্ণনাত "বা" এর পরিবর্তে "ও" রয়েছে।

হাফযে ইবনে হাজার তাঁর 'ইতহাফুল মাহারা' গ্রন্থে (২২২৫) হাদিসটি বর্ণনা করেন এ ভাষায়: "তোমরা এর আগে একদনি ও পরে একদনি রোযা রাখ"। এবং তিনি বলেন: "হাদিসটি আহমাদ ও বাইহাকী 'যয়ীফ সনদ'-এ বর্ণনা করছেন; মুহাম্মদ বনি আবিল্লাইলা এর দুর্বলতার কারণে। কিন্তু, তিনি এককভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেননি। বরং তাকে অনুকরণ করছেন: সালহে বনি আবু সালহে বনি হাইয়য।[সমাপ্ত]

এ বর্ণনা থেকে ৯ তারিখ ও ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়া জানা যায়।

কোন কোন আলমে ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার আরকেটি কারণ উল্লেখ করছেন। তা হচ্ছে- ১০ তারিখে রোযাটির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। কারণ হতে পারে লোকেরা মুহররম মাসে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকবে। যার কারণে সুরিদ্দষ্টিভাবে কোন দনিটি ১০ তারিখ সটো হয়তো জানা যাবে না। তাই মুসলিম ব্যক্তি যদি ৯ তারিখ ও ১১ তারিখ রোযা রাখতে তাহলে নিশ্চিতিভাবে তার আশুরা (১০ তারিখ) এর রোযা রাখা হল।

ইবনে আবু শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে (২/৩১৩) তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশুরার আগে এক দনি ও পরে একদনি রোযা রাখতেন; ছুটে যাওয়ার ভয় থেকে।

ইমাম আহমাদ বলেন: "যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখতে চায় সে যেন ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোযা রাখে। তবে মাসগুলো নিয়ে কোন অনশ্চিয়তা থাকলে তাহলে তিনদনি রোযা রাখবে। ইবনে সরিনি এই অভিমত ব্যক্ত করতেন।"[সমাপ্ত][আল-মুগনি (৪/৪৪১)]

পূর্ববক্ত আলোচনা থেকে ফুটে উঠল যে, তিনি দনি রোযা রাখাকে বদীত বলা ঠিক হবে না।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আর যবে ব্যক্তি ৯ তারিখে রোযা রাখতে পারেনেসিবে ব্যক্তি শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নহে, এটা মাকরুহ হবে না। যদি এর সাথে ১১ তারিখও রোযা রাখতে তাহলে সটো উত্তম।

আল-মরিদাওয়া তার 'ইনসাফ' গ্রন্থে (৩/৩৪৬) বলেন:

"মায়হাবরে সঠকি মতানুযায়ী, এককভাবে ১০ তারিখ রোযা রাখা মাকরুহ নয়। শাইখ তাকী উদ্দনি (ইবনে তাইমিয়া)ও একমত পোষণ করছেন যে, মাকরুহ হবে না।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।